www.babalokenath.org

পরম পুরুষ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার দিব্য আদেশ প্রাপ্ত শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত

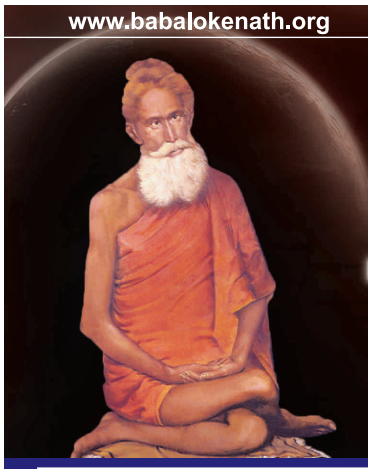

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের

দিব্য জীবন

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের দিব্যজীবন

Lokenath Divine Life Missioner Divya Jeevan

অষ্টবিংশতি বর্ষ / Vol. - 28, Issue No. - 1 | প্রথম সংখ্যা, ২২ জানুয়ারী, ২০২৩ / January 22, 2023 | ৭ই মাঘ সনঃ ১৪২৯

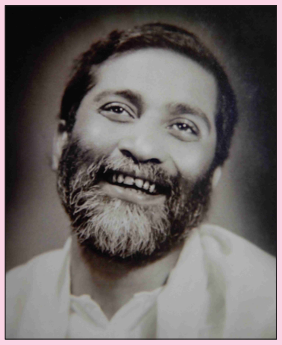

যারা সহজভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে, তারা সহজ করে গুরুর উপর সব ছাড়তে পারে, দিতে পারে এবং সেই মতন গুরুর কৃপা লাভ করে।

— ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী

অজ্ঞানতাই তাপের মূল কারণ। ঈশ্বরও অবিদ্যার সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেন না। অতএব কিঞ্চিৎ পরিমাণ তাপ সকল কার্যেই আছে।

— পরমপুরুষ শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

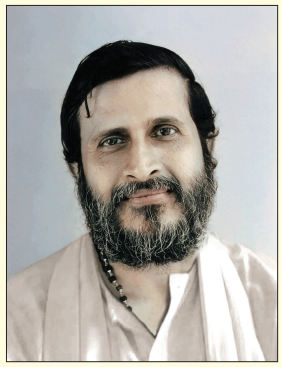

যা দেখছো যা শুনছো সেগুলো কোনোটাই সত্য নয়। সবটাই আপেক্ষিপ সত্য। এই আছে এই নেই। কিন্তু যিনি সব দৃশ্যের একমাত্র দ্রষ্টা, এক মাত্র সাক্ষী, তিনিই অন্তর্যামী ভগবান। তাঁর দৃষ্টি দিয়ে জগৎ দেখলে তখন জগতের এই আপেক্ষিক সত্যের মধ্যেই শাশ্বাত জগদীশ্বর কে দেখবে। তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু, বাকি সব মিথ্যা।

—শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনে শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২২

এ বছর (২০২২) মিশনের দূর্গা প্রতিমা

২০২০ এবং ২০২১-মহামারীর এই দুটি বছরে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে স্তব্ধ ছিল জনজীবন। ২০২২ এ সামাজিক এবং ধর্মীয় উৎসবের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন বিধিনিষেধ না থাকায় এ বছরের দুর্গোৎসবে মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন প্রাঙ্গন বহু মানুষের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল। শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের অনুপ্রেরনায় সমগ্র মন্দিরটিকে অসাধারণ দক্ষতায় সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছিল মিশনের 'ইয়ুথ গ্রুপ'। ষষ্ঠীতে দেবীর বোধনের মধ্যে দিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভ সূচনা হল। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সময় নির্ঘন্ট মেনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেবীপূজার সমস্ত অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা হয়। আয়োজন করা হয়েছিল পূজান্তে মহাপ্রসাদ ও দ্বিপ্রাহরিক ভোগ বিতরণের। দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মহাপুরুষের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন, এ বছর মহাষ্টমী তিথিতে অর্থাৎ ৩রা অক্টোবর মাতৃ আরাধনার সাথে সাথে পালিত হল শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের পরম গুরুদেব শ্রীশ্রী দিব্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের তিরোধান উৎসব এবং এই অনুষ্ঠানের পরে সন্ধিপুজোর পুণ্য লগ্নে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও মায়ের চরণে পদ্ম অর্পণের সাক্ষী থাকলেন উপস্থিত বহু মানুষ।

নবমী তিথিতে শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ প্রতিবারের মত এবারও শ্রীশ্রী চণ্ডীপাঠ করেন, মায়ের নামগানে মেতে ওঠেন উপস্থিত ভক্তবৃন্দ। শুরু হয় যজ্ঞ, বহুজনের কল্যাণে, শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের পৌরোহিত্যে এই যজ্ঞে অংশগ্রহন করেন উপস্থিত সবাই। মহারাজের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণ করেন সমবেত ভক্তবৃন্দ। পবিত্র হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদানের সাথে সাথে উচ্চারিত এই মন্ত্র যেন ভূলোক ছাড়িয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যপ্ত করে থাকা অসীম এক চৈতন্যের সাথে মিলিত হয়ে যায়।

অষ্টমী তিথিতে যেমন শ্রীমৎ দিব্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের তিরোধান উৎসব পালিত হয়েছে, দশমী তিথিতেও অর্থাৎ ৫ই অক্টোবর পূজা সমাপনান্তে

মিশনের দূর্গা পূজা উপলক্ষে বাবা শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী পবিত্র হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করছেন।

--এরপর দ্বিতীয় পাতায়

সম্পাদকীয়

দীক্ষা প্রসঙ্গে বোধি শুদ্ধানন্দ

দীক্ষাগ্রহণ অধ্যাত্ম জগতের একটা অত্যন্ত প্রাচীন এবং অতি প্রচলিত প্রথা। শুধু অধ্যাত্ম জগতের নয়, শিক্ষার যে কোন ধারাতেই গুরুকরণ একটি সর্বজনবিদিত বিষয়। একজন প্রকৃত গুরু তাঁর শিষ্যকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করেন। কিন্তু অধ্যাত্ম জগতে ''দীক্ষা'' বিষয়টির একটি আলাদা মাত্রা আছে। ''সিদ্ধজীবন'' গ্রন্থে ব্রহ্মানন্দ ভারতী মশাই এবং বাবা লোকনাথের একটি অপূর্ব কথোপকথন আছে এই দীক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গে। বাবা লোকনাথ ভারতী মশাইকে জানাচ্ছেন যে, শিষ্য উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত গুরুও মুক্তিলাভ করেন না আর তার উত্তরে ভারতী মশাই যোগী শ্রেষ্ঠ বাবা লোকনাথকে বলছেন, ''আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ করিলে ক্ষতি। তুমি প্রস্তুত হইয়াও কতকাল যে আমার অপেক্ষায় থাকিতে বাধ্য হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই'' অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মত মানুষও দীক্ষাগ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছেন। স্বয়ং বাবা লোকনাথ তাকে দীক্ষা দিতে চাইছেন। কিন্তু তিনি ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন, পাছে তাঁর জন্য বাবা লোকনাথকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়! গুরু শিষ্য এমনই নিগূঢ় সম্বন্ধে একে অপরের সাথে বাঁধা রয়েছেন।

আমাদের মত সাধারণ মানুষ, যারা অবলীলায় কোনো না কোনো গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে থাকি, আমাদের গুরুদেব কি অবস্থা হবে? তবে কি আমাদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত, আমাদের গুরুরাও আটকে থাকবেন? ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মত মানুষ যেখানে দীক্ষা নিতে ইতস্তত করছেন সেখানে এত সহজে আমরা দীক্ষা নিয়ে নিচ্ছি কি ভাবে?

এ প্রশ্নগুলো করেছিলাম বোধি শুদ্ধানন্দ মহারাজকে, তিনি এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তা সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে তুলে দিলাম ''দিব্যজীবন'' এর পাঠক, পাঠিকাদের জন্য, তিনি বলছেন, ''যাঁরা অনেক লোককে দীক্ষা দেন, তাঁরা দীক্ষা বলেন বটে, কিন্তু তাঁদের দীক্ষা আসলে নাম দেওয়া। এই গুরু আর বাবা লোকনাথ গুরু- এটা কিন্তু এক আসনে বসিওনা। আজকাল বহু আশ্রম, মঠে চারশ, পাঁচশ মানুষকে একসঙ্গে বসিয়ে, একটা হলের মধ্যে ঢুকিয়ে মাইকেও দীক্ষা দেওয়া হয়-বহু জায়গায় আমি শুনেছি এটা। এটাকে বলা যায় নাম দেওয়া- নামটা এভাবে দেওয়া যায়। এখানে গুরুর কি হাল হবে, সেটা তাদের পরম্পরা বুঝবে- এদের মধ্যে কেউই সেই উচ্চ, উচ্চ কোটির যোগী, মহাযোগী বা যোগেশ্বর নন- এঁরা সাধক, সাধনা করছেন- একটা সময়ে দীক্ষা দিচ্ছেন্ এই পর্যন্ত বলতে পারি। কিন্তু যোগেশ্বর লোকনাথ আর তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি পরবর্তীকালে 'ব্রহ্মানন্দ ভারতী' হয়েছেন, উচ্চকোটির যোগী। তাঁদেরকে আমরা একাসনে বসাতে পারিনা, পারবোও না।''

আমরা যে সময়ে, যে কালে বসবাস করছি, সেই ভূমিতে দাঁড়িয়ে বাবা লোকনাথের অপার যোগশক্তিকে অনুধাবন করা সত্যিই অসম্ভব। তবে বাবার কৃপাধন্য এক সাধক শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের কাছ থেকে অধ্যাত্ম জগতের নানা বিষয়ের যে সরল, সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পেয়ে চলেছি আমরা-তা আমাদের সৌভাগ্য বই কি!

মিশনে শারদীয় দুর্গোৎসব

--প্রথম পাতার পর

পালিত হয়েছে সিদ্ধযোগী শ্রীশ্রী সাঁইনাথের মহাসমাধি স্মরণোৎসব। অথাৎ শুধু দুর্গাপূজা নয়, দেবী আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ স্মরণও ছিল লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের দুর্গোৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য। সর্বোপরি বাবা লোকনাথের কৃপাধন্য সাধক শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের উপস্থিতি ও তাঁর মূল্যবান প্রবচন। একদিকে দেবী দুর্গা, অন্যদিকে এক মহাসাধকের আত্মনিবেদন-মিশনের দুর্গাপূজা এ দুইয়ের মিলনে অনন্য হয়ে রইলো।

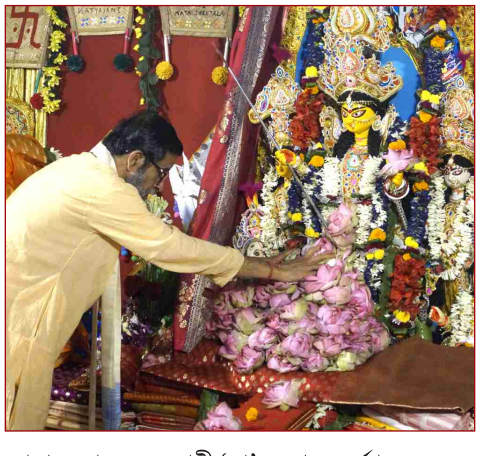

বাবা শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী 'মা'কে পদ্ম অর্পণ করছেন।

মিশন সংবাদ

লোকনাথ মিশন পরিচালিত সুদূর সুন্দরবনের কর্মযজ্ঞ

শ্রীশ্রী বোধি শুদ্ধানন্দ মহারাজের আশীর্বাদে সুদূর সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামীন অঞ্চলের যে সমস্ত কর্মযোগ্য চলছে, সেখানে যিনি ঐ সব কাজের দেখভালের দায়িত্বে আছেন, তিনি হচ্ছেন নিমাই বিশ্বাস, তারই সঙ্গে কথা হচ্ছিল মিশনের বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির ব্যাপারে।

কথাপ্রসঙ্গে নিমাই বিশ্বাস বললেন, গোসাবার হাসনাবাদের বাঁশতলা এলাকায় ফ্রি হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা ব্যবস্থা, ডাক্তারবাবু বিভাস রায় এখানে রোগী দেখেন। বহু দূর-দুরান্ত থেকে গ্রামের এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্রে যারা আসেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের সমস্ত লোকজন, যাদের সহায়-সম্বল তেমন কিছু নেই। তাছাড়া গোসাবার সোনাগাঁ, যেটি কিনা একেবারে সুন্দরবনের জনবসতির শেষ সীমানায় অবস্থিত। যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল নেই। ছোট ছোট নদী পার হয়ে যেতে

লোকনাথ ডিভাইন মিশন পরিচালিত সুন্দরবনের হাসনাবাদ অঞ্চলের বাঁশতলা গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের বাসিন্দাদের ফ্রি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্রের ডাক্তারবাবু রোগী দেখছেন।

হয় এই দ্বীপের গ্রামটিতে। গ্রামটির পরে বড় নদী, তারপর প্রকৃত সুন্দরবর। গ্রামের ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে বাবাজীর আশীর্বাদে গড়ে উঠেছে সোনাগাঁ বোধি শুদ্ধানন্দ স্কুল। পাশের গ্রামের থেকেও ছোটছোট শিশুরা লেখাপড়ার জন্য এখানে আসে। এখানে স্কুলে লেখাপড়া ছাড়া শারীর শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া স্কুলের পাঠ শেষ হবার পর স্কুলের শিক্ষিকারা বাড়িতে ফ্রি টিউশনও দিয়ে থাকেন, যা কিনা আজকাল খুবই একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

সোনাগাঁ বোধি শুদ্ধানন্দ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের স্কুলের আগে নিজেদের বাড়িতে পড়াশোনা করছে, তাদেরকে সাহার্য করছে তাদেরই স্কুলের শিক্ষিকা। এইভাবে স্কুলেরই শিক্ষিকারাই যত্ন নিয়ে নিরলস পরিশ্রমের দ্বারা স্কুলের সেবা করে যাচ্ছে।